দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শেকৃবিতে অচলাবস্থা : প্রশাসন নির্বিকার : আবারো ভাঙচুর উত্তেজনা

শেকৃবি সংবাদদাতা : ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) অচ
বিরাজ করছে গত দু'মাস থেকে। এ ব্যাপারে প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়ায় বর্তমানে তা অনিশ্চ
রূপ নিচ্ছে। ক্রমেই প্রশাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। যার ফলে বর্তমানে প্রশা
সাধারণ শিক্ষার্থী দু'মেরুতে অবস্থান করছে। সেশনজটমুক্ত হিসেবে খ্যাতি পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইতে
১ সেমিস্টার বা ৬ মাসের সেশনজটের কবলে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা কবে ক্লাসে ফিরবে তা অনিশ্চিত
পড়েছে। গত মঙ্গলবারও বিভিন্ন দাবী নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক তালা দিয়ে
পরীক্ষা বন্ধ করে মিছিল-সমাবেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে ভাঙচুর চালিয়েছে। দাবী আদ
হওয়া পর্যন্ত ক্লাসে যাবে না বলে বলা হয় সমাবেশে। গত মে মাসে শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছায় এক
গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটানো ও শিক্ষার্থীদের ৭ দফা মৌলিক দাবী আদায়কে কেন্দ্র করে ৩ জুন ক্যা
শিক্ষার্থীরা ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ও অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ক
অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। প্রায় দেড় মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার প
জুলাই শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আসার পর তাদের মৌলিক দাবী পূরণ না হওয়ায় পুনরায় আন্দোলনের
দেয়। গত ১৬ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য হিসেবে ড. শাহ-ই-আলম নিয়োগ পাবার পর
মাসের অচলাবস্থা নিরসন ও শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক মুক্ত সং
আয়োজন করেন। মুক্ত সংলাপে উপাচার্য ড. শাহ-ই-আলম শিক্ষার্থীদের কিছু মৌলিক দাবী অতিদ্রুত
নেয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু দু'সপ্তাহের বেশী অতিবাহিত হলেও শিক্ষার্থীদের দাবীগুলোর কোন বা
না হওয়ায় গতকাল শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আবারও বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ এবং গবেষণাগারে
ভাঙচুর চালিয়েছে। মিছিল শেষে সমাবেশে বলা হয়, দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ক্লাসে ফিরে যা
শিক্ষার্থীরা। প্রশাসনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রথম বর্ষের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র
প্রশাসনের সিদ্ধান্ত নিতে কালক্ষেপণ ও নীরবতার কারণেই ছাত্রত্ব না থাকা সত্ত্বেও আবাসিক হলে প্রা
শতাধিক নেতা-কর্মী কোন ফি না দিয়েই অবৈধভাবে সিঙ্গেল রুমে আবার কেউ কেউ দু'তিন সিটে
একা দখল করে আছে। অথচ আমরা হলের ফি পরিশোধ করেও ডাবলিং আছি। শিক্ষার্থীদের
ব্যাপারে উপাচার্য ড. শাহ-ই-আলম বলেন, শিক্ষার্থীদের কিছু মৌলিক দাবী, যেগুলো দ্রুত পূরণ করা
সেগুলো দু'একদিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হবে।